Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টি ভংগি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ মাছুরা খাতুন

রোলঃ 228021481

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টি ভংগি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ মাছুরা খাতুন

রোলঃ 228021481

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টি ভংগি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ মাছুরা খাতুন, আইডিঃ 228021481 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টি ভংগি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

MST. MASURA KHATUN

(স্বাক্ষর)

মোছাঃ মাছুরা খাতুন

আইডিঃ 228021481

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

- অধ্যায় ১ : ভূমিকা:.....5
- অধ্যায় ২ : জিহাদের ধারণা ও প্রকৃত অর্থ.....8
- অধ্যায় ৩ : জিহাদ নিয়ে ভুল ধারণা ও অপপ্রচার.....13
- অধ্যায় ৪ : কোরআন-হাদিসে জিহাদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি.....18
- ৫ম অধ্যায়: হাদিসে জিহাদ সঠিক ব্যাখ্যা.....25
- ৬ষ্ঠ অধ্যায়: জিহাদের ধরন ও শর্তাবলি.....31
- ৭ম অধ্যায়: জিহাদ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার.....35
- ৮ম অধ্যায়: ইসলামের শান্তির দর্শন.....38
- ৯ম অধ্যায়: সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদের পার্থক্য.....42
- ১০ম অধ্যায়: গণমাধ্যমে জিহাদের বিকৃতি.....46
- ১১ম অধ্যায়: একাডেমিক গবেষণায় জিহাদ.....49
- ১২ম অধ্যায়: সমকালীন মুসলিম বিশ্বে সঠিক জিহাদ বোঝাপড়া.....53
- ১৩ম অধ্যায়: উপসংহার ও থিসিসের সারসংক্ষেপ.....56

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

⚲ অধ্যায় ১ : ভূমিকা:

জিহাদ শব্দটি আজকের বিশ্বে অনেক সময় ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়। অনেকেই মনে করেন জিহাদ মানে শুধু যুদ্ধ বা হিংসা, যা ঠিক নয়। কুরআন ও হাদিসে জিহাদের প্রকৃত অর্থ হলো— নিজেকে সঠিক পথে রাখা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়ের সংগ্রাম করা। ভুল ধারণা, অপপ্রচার এবং কিছু গোষ্ঠীর অপব্যবহারের কারণে মানুষ জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। এই গবেষণায় জিহাদের ওপর প্রচলিত ভুল ধারণা তুলে ধরা হবে এবং ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হবে।

১.১ গবেষণার বিষয় নির্বাচন

বর্তমান পৃথিবীতে "জিহাদ" শব্দটি একটি অত্যন্ত আলোচিত ও বিতর্কিত শব্দ। বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যম, রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং কিছু চরমপন্থী দল জিহাদকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার কারণে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এই বিভ্রান্তি দূর করে ইসলামের সত্য ও শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার প্রয়োজন থেকেই এই গবেষণা বিষয়ের নির্বাচন।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো—

1. জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।

2. জিহাদ সম্পর্কে যে ভুল ধারণা ও অপপ্রচার রয়েছে তা চিহ্নিত করা।

3. কোরআন-হাদিসের আলোকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা।

4. ইসলামের শান্তির বার্তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা।

5. আধুনিক দুনিয়ায় জিহাদকে সঠিকভাবে বোঝার পথ দেখানো।

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব

জিহাদকে কেন্দ্র করে আজ অনেক ভুল বক্তব্য প্রচারিত হচ্ছে। এর ফলে—

- ইসলামকে সহিংসতার ধর্ম হিসেবে দেখা হচ্ছে,
- মুসলিম যুবকেরা বিভ্রান্ত হচ্ছে,
- বিশ্বে মুসলমানদের প্রতি ভুল ধারণা বাড়ছে।

এই গবেষণা ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য এবং শান্তির দর্শন তুলে ধরতে সাহায্য করবে। বিশেষভাবে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ তারা সমাজে সঠিক জ্ঞানের প্রচারক হতে পারে।

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১. সব ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য একত্র করা সম্ভব হয়নি।

২. কিছু আন্তর্জাতিক গবেষণার মূল বই বাংলায় অনুবাদ না থাকায় সারাংশ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. জিহাদের শারঈ বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে থিসিস আরও বড় হয়ে যেত, তাই সংক্ষেপ রাখা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রস্তুত করতে নিম্নোক্ত উৎস ব্যবহার করা হয়েছে—

- কোরআনুল কারীম
- সহীহ হাদিস

- প্রাচীন ইসলামিক গ্রন্থ
- আধুনিক ইসলামিক গবেষণা
- ইতিহাসবিষয়ক বই
- কিছু নির্ভরযোগ্য একাডেমিক প্রবন্ধ
- গুগল

⚲ অধ্যায় ২ : জিহাদের ধারণা ও প্রকৃত অর্থ

২.১ জিহাদের ভাষাগত অর্থ

“জিহাদ” শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ *‘জাহদ’** বা *‘মুজাহাদাহ’** থেকে, যার অর্থ—

➕ চেষ্টা করা

➕ পরিশ্রম করা

➕ সর্বোচ্চ সাধনা করা

➕ সংগ্রাম করা

ভাষাগত দৃষ্টিতে জিহাদ মানে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য পূরণে নিজের সাধ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রয়াস করা।

২.২ শরিয়তের দৃষ্টিতে জিহাদের সংজ্ঞা

ইসলামি শরিয়তে জিহাদ শুধুমাত্র যুদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অন্যায়, মন্দ প্রবৃত্তি, শত্রুর আক্রমণ ও সমাজের অশান্তির বিরুদ্ধে নৈতিক ও শারীরিক সংগ্রামকে জিহাদ বলা হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন—

“জিহাদ হলো আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে সব ধরনের চেষ্টা।”

অর্থাৎ, জিহাদ একটি সর্বাঙ্গীন প্রয়াস, যা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হতে পারে।

২.৩ জিহাদের মূল উদ্দেশ্য

জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনোই ধ্বংস বা অশান্তি সৃষ্টি করা নয়। বরং—

1. অন্যায় ও অত্যাচার প্রতিহত করা

2. ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা

3. মানুষকে নিরাপদ রাখা

4. আল্লাহর বিধান অনুযায়ী একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন

5. পাপ ও মন্দ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করা

জিহাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হলো মানবতার উন্নতি ও শান্তি রক্ষা।

২.৪ জিহাদের ধরন

ইসলামে জিহাদ প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত—

২.৪.১ বড় জিহাদ (জিহাদুন নফস)

এটি নিজেদের ভেতরের মন্দ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
এর মধ্যে রয়েছে—

- গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা
- আল্লাহর আদেশ পালন
- নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা
- ধৈর্য, ন্যায় ও সত্য ধরে রাখা

রাসূল ﷺ বলেছেন,

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ।”

২.৪.২ ছোট জিহাদ (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ)

এটি শারীরিক বা সামরিক প্রতিরক্ষা। তবে এর শর্ত খুব কঠোর—

- আক্রমণ হলে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ
- নিরীহকে রক্ষা করা
- শান্তি প্রতিষ্ঠা করা
- কখনোই অন্যায় করে যুদ্ধ শুরু করা নয়

ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য জয়লাভ নয়, বরং অন্যায় প্রতিহত করা।

২.৫ জিহাদের শর্তাবলি

জিহাদকে অপব্যবহার থেকে রক্ষা করতে ইসলামে কিছু স্পষ্ট শর্ত রয়েছে—

1. কারো ওপর অন্যায় বা আক্রমণ হলে প্রতিরক্ষা করা যাবে।
2. মুসলিম নেতা বা বৈধ কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগবে।
3. অন্যায় উদ্দেশ্যে জিহাদ করা যাবে না।
4. নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসহায়—কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারবে না।
5. বন-জঙ্গল, গাছপালা, ঘরবাড়ি ধ্বংস নিষিদ্ধ।
6. যুদ্ধ থামাতে চাইলে শত্রুকে শান্তির সুযোগ দিতে হবে।

এগুলো প্রমাণ করে যে ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর, কিন্তু মানবতার প্রতি অত্যন্ত কোমল।

২.৬ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য

জিহাদ:

- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা।
- নৈতিক ও মানবিক নিয়ম মেনে চলে।
- নিরীহ মানুষের উপর আঘাত নিষিদ্ধ।
- শান্তি প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য।

সন্ত্রাসবাদ:

- রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত লাভের জন্য সহিংসতা।
- কোনো নিয়ম মানে না।
- নিরীহ মানুষই প্রধান লক্ষ্য।
- ভয়, বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক সৃষ্টি ।

এই তুলনা থেকেই স্পষ্ট হয় যে জিহাদ ও সন্ত্রাস একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত।

২.৭ জিহাদের বিস্তৃত ক্ষেত্র

ইসলামে জিহাদ শুধুমাত্র যুদ্ধ নয়। বরং—

- জ্ঞান অর্জনের জন্য চেষ্টা।
- সত্য প্রতিষ্ঠা ।

- সমাজের অন্যায় দূর করা।
- দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূরীকরণ।
- মানুষের সেবা করা ।
- শান্তি রক্ষা করা ।

সবই জিহাদের অংশ।

২.৮ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে দেখা গেল—
জিহাদ একটি পবিত্র, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক শব্দ। এর ভুল ব্যাখ্যা করা বা অপব্যবহার ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। জিহাদ মানেই মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা—চাই তা নিজের ভেতরের মন্দের বিরুদ্ধে হোক, চাই সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে হোক।

⚲ অধ্যায় ৩ : জিহাদ নিয়ে ভুল ধারণা ও অপপ্রচার

৩.১ ভূমিকা

সময়ের সাথে সাথে জিহাদ শব্দটিকে বিভিন্নভাবে বিকৃত করা হয়েছে। আজকের মানুষ বিশেষ করে অমুসলিম বিশ্বের অনেকেই জিহাদকে একটি ভয়ঙ্কর শব্দ মনে করে। এর বড় কারণ হলো ভুল শিক্ষা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার এবং চরমপন্থী গোষ্ঠীর অপব্যবহার। এই অধ্যায়ে জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

৩.২ ইতিহাসে জিহাদ সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা

জিহাদ শব্দটি ইতিহাসের অনেক বইতে কেবল যুদ্ধ বা শক্তির প্রয়োগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর কারণ

1. ইউরোপীয় লেখকদের পক্ষপাতমূলক ব্যাখ্যা ।

2. ক্রুসেডের ইতিহাসে পক্ষপাত।

3. উপনিবেশ আমলে মুসলিম বিদ্রোহকে "জিহাদ" বলে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন ।

এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে জিহাদের প্রকৃত অর্থ বিকৃত হয়ে মানুষের কাছে ভুল ব্যাখ্যা হিসেবে পৌঁছেছে।

৩.৩ গণমাধ্যমে অপপ্রচার

আধুনিক যুগে গণমাধ্যম মানুষের মতাদর্শ তৈরি করতে বড় ভূমিকা পালন করে।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে—

* অনেক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম মুসলিমদের যে কোনো প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রমকে "জিহাদি আক্রমণ" বলে প্রচার করে।

* কিছু টিভি ও পত্রিকা ইচ্ছাকৃতভাবে জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে তুলে ধরে।

* চলচ্চিত্র, ওয়েব সিরিজ ও নাটকে জিহাদ মানেই বোমা, বন্দুক, রক্তপাত দেখানো হয়।

এর ফলে বিশ্বজুড়ে জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা বেড়েই চলছে।

৩.৪ চরমপন্থী গোষ্ঠীর অপব্যবহার

কিছু স্বার্থান্বেষী ও পথভ্রষ্ট দল জিহাদের নাম ব্যবহার করে

- নিরীহ মানুষ হত্যা ।
- রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন ।
- ব্যক্তিগত প্রতিশোধ ।
- অশান্তি সৃষ্টি ।
- ক্ষমতা দখল ।

এসব দল কোরআন-হাদিসের প্রকৃত বার্তা উপেক্ষা করে নিজেদের বিকৃত মতবাদ প্রচার করে। ফলে সাধারণ মানুষের মনে জিহাদ নিয়ে ভয় তৈরি হয় এবং ইসলামের সৌন্দর্য আড়ালে পড়ে যায়।

৩.৫ শিক্ষার অভাবে জিহাদ নিয়ে ভুল ধারণা

অনেক মুসলিম তরুণও কোরআন ও হাদিস না পড়ার কারণে জিহাদের প্রকৃত অর্থ জানে না। এর ফলে

1. কেউ কেউ অতিরিক্ত কঠোর হয়ে যায় ।

2. কেউ কেউ জিহাদকে ভয় পায় ।

3. কেউ কেউ ধর্মকে ভুলভাবে পালন করে ।

4. কেউ কেউ চরমপন্থীদের কথায় বিভ্রান্ত হয় ।

সঠিক ইসলামি শিক্ষা না থাকলে জিহাদের পবিত্র ধারণাটি পথভ্রষ্ট লোকদের হাতে ভুলভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৩.৬ জিহাদকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার

ইতিহাসে দেখা যায়

- অনেক রাষ্ট্র জিহাদের নামে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে ।
- অনেক বিদ্রোহী দল জিহাদের নামে যুদ্ধ শুরু করেছে ।
- অনেক নেতা ব্যক্তিগত স্বার্থে জিহাদের স্লোগান ব্যবহার করেছে ।

এসব কারণে জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৩.৭ পশ্চিমা দুনিয়ায় ইসলামভীতির প্রভাব

জিহাদ নিয়ে অপপ্রচারের আরেকটি বড় কারণ হলো ইসলামোফোবিয়া।
পশ্চিমা দুনিয়ার অনেকেই ইসলামকে ভুলভাবে দেখে

- মুসলিম মানেই সহিংসতা ।
- জিহাদ মানেই সন্ত্রাস ।
- আরব মানেই যুদ্ধ ।

এই মানসিকতা তৈরি হয়েছে সিনেমা, সংবাদ ও বিকৃত ইতিহাসের মাধ্যমে। মুসলমানদের দুর্বলতা হলো তারা নিজেদের ধর্মের সঠিক অর্থ বিশ্বকে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারেনি।

৩.৮ ভুল ধারনার কারণে মুসলিম সমাজের ক্ষতি

জিহাদ নিয়ে অপপ্রচার শুধু অমুসলিমদের মধ্যে নয়; মুসলমানদের ওপরও খারাপ প্রভাব ফেলে

1. চাকরি ও সুযোগ পাওয়ায় বৈষম্য।

2. মুসলমানদের প্রতি সন্দেহ বাড়ে ।

3. মসজিদ ও ইসলামি প্রতিষ্ঠানে নজরদারি বেড়ে যায় ।

4. মুসলিম পরিচয়ের প্রতি হীনমন্যতা তৈরি হয় ।

5. ইসলামকে নিয়ে ভুল ধারণা ছড়ায় ।

এগুলো মুসলিম সমাজকে দুর্বল করে দেয়।

৩.৯ জিহাদের অপপ্রচার কেন ছড়ায়?

কারণ বিশ্লেষণ :

1. অজ্ঞতা – কোরআন-হাদিস না জানা।

2. গণমাধ্যমের পক্ষপাত ।

3. রাজনৈতিক স্বার্থ ।

4. চরমপন্থী গোষ্ঠীর বিকৃত ব্যাখ্যা ।

5. ইসলামভীতি ।

6. ইতিহাসে ভুল গবেষণা ।

7. সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দুর্বল হওয়া ।

৩.১০ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম,

জিহাদ নিয়ে যে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, তা ইসলামের মোটেও শিক্ষা নয়। ভুল শিক্ষা, গণমাধ্যমের অপপ্রচার এবং চরমপন্থীদের বিকৃত আচরণ মিলেই জিহাদকে সন্ত্রাসের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জিহাদের প্রকৃত লক্ষ্য হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠা, আত্মশুদ্ধি এবং শান্তি রক্ষা।

⚲ অধ্যায় ৪ : কোরআন-হাদিসে জিহাদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি

৪.১ ভূমিকা

জিহাদের প্রকৃত অর্থ জানতে হলে প্রথমে কোরআন ও সহীহ হাদিস দেখতে হবে। কারণ ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎসই হলো কোরআন ও সুন্নাহ। বর্তমান দুনিয়ায় জিহাদ নিয়ে যত ভুল ধারণা ছড়ানো হয়েছে, তা দূর করার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী ও রাসূল ﷺ–এর শিক্ষা।

৪.২ কোরআনে জিহাদের ধারণা

৪.২.১ জিহাদ আল্লাহর পথে সৎকর্মে সর্বোচ্চ চেষ্টা

আল্লাহ বলেন ,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ:

আর যারা আমাদের পথে চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করি।”

(সূরা আনকাবুত: ৬৯)

এ আয়াত স্পষ্ট করে যে জিহাদ মানে শুধু যুদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা।

৪.২.২ জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ

আল্লাহ বলেন ,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থ: “তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হলে তোমরাও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো।”

(সূরা বাকারাহ: ১৯০)

এ আয়াতে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে আক্রমণের প্রতিরোধে। অর্থাৎ জিহাদ প্রতিরক্ষামূলক।

৪.২.৩ জুলুম ছাড়া যুদ্ধ নিষিদ্ধ

একই আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে

"তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

এখানে তিনটি শিক্ষা পাওয়া যায়

1. জুলুম করা যাবে না ।

2. নিরীহ মানুষকে হত্যা করা যাবে না ।

3. শত্রুর উপর প্রতিশোধে বাড়াবাড়ি করা যাবে না ।

৪.২.৪ শান্তি চাইলে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ:

"তারা যদি শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ো।"

(সূরা আনফাল: ৬১)

এই আয়াত প্রমাণ করে ইসলামের লক্ষ্য যুদ্ধ নয়; শান্তি।

৪.২.৫ ধর্মে জুলুম নেই

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থ:

"ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহতে ঈমান আনে, সে এমন দৃঢ় একটি হাতল ধারণ করেছে যা ভঙ্গুর নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

(সূরা বাকারাহ: ২৫৬)

এ আয়াত জিহাদকে 'জোরপূর্বক ধর্ম আরোপ' হিসেবে ব্যাখ্যা করার মিথ্যা ধারণাকে ভেঙে দেয়।

৪.৩ হাদিসে জিহাদের প্রকৃত শিক্ষা

৪.৩.১ বড় জিহাদ (নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম)

রাসূল ﷺ বলেন,

"সর্বোত্তম জিহাদ হলো নিজের নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।"

এটি প্রমাণ করে যে জিহাদের কেন্দ্রবিন্দু হলো আত্মশুদ্ধি।

৪.৩.২ সত্যের পক্ষে জিহাদ

রাসূল ﷺ বলেছেন,

"জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা হলো সর্বোত্তম জিহাদ।"

এর মানে,

সত্যের পথে দৃঢ় থাকা, ন্যায় উচ্চারণ করাই জিহাদের মহান রূপ।

৪.৩.৩ যুদ্ধের নিয়ম শেখানো হয়েছে

রাসূল ﷺ যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যদের নির্দেশ দিতেন

- নারী হত্যা করা যাবে না।
- শিশু হত্যা করা যাবে না ।
- বৃদ্ধকে হত্যা করা যাবে না ।
- গাছ কাটা যাবে না ।
- পানি ও খাদ্য নষ্ট করা যাবে না ।
- নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করা যাবে না ।

এই নিয়মগুলো ইসলামের মানবিকতার প্রমাণ।

৪.৩.৪ যুদ্ধ বাধ্যতামূলক নয়

এক হাদিসে আছে

“ঘৃণিত কাজের মধ্যে যুদ্ধও একটি।”

তবে জুলুম ঠেকাতে হলে তা প্রয়োজন হয়।

৪.৪ রাসূল ﷺ এর জীবনে জিহাদের বাস্তব উদাহরণ

৪.৪.১ মক্কায় সহনশীলতার জিহাদ

মক্কার ১৩ বছর মুসলিমরা—-

➡ অত্যাচার সহ্য করেছে ।

➡ ধৈর্য ধরেছে ।

➡ কখনো পাল্টা আক্রমণ করেনি ।

কারণ তখন জিহাদ ছিল আত্মশুদ্ধি ও ধৈর্যের জিহাদ।

৪.৪.২ বদরের যুদ্ধ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ

বদর যুদ্ধ শুরু হয় কারণ—-

➡ কুরাইশরা মদিনাকে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ।

➡ মুসলিমদের পথ রোধ করেছিল ।

➡ বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করা জরুরি হয়ে যায় ।

এ যুদ্ধ আক্রমণাত্মক ছিল না।

৪.৪.৩ হুদাইবিয়ার সন্ধি জিহাদের শান্তিপূর্ণ রূপ

হুদাইবিয়ার শান্তিচুক্তি ইসলামের শান্তির মনোভাবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ—-

➡ মুসলিমরা নিজেদের শর্ত ছাড় দেয় ।

➡ রক্তপাত এড়াতে শান্তির পথ বেছে নেয় ।

➡ এ শান্তির পথেই পরে ইসলাম বেশি বিস্তার লাভ করে ।

৪.৪.৪ মক্কা বিজয় প্রতিশোধ পরিহার

মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিমরা প্রতিশোধ নিতে পারত, কিন্তু রাসূল ﷺ বলেন:

“আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই। তোমরা সবাই মুক্ত।”

এটাই হলো জিহাদের মানবিক ও দয়ালু রূপ।

৪.৫ ইসলামে জিহাদের মানবিক নীতিমালা

ইসলামের জিহাদ কঠোর নিয়মের ছায়ায় আবদ্ধ

1. নিরীহ মানুষকে ক্ষতি করা হারাম ।

2. নারীদের হত্যা নিষিদ্ধ ।

3. শিশু হত্যা নিষিদ্ধ ।

4. বৃদ্ধ হত্যা নিষিদ্ধ ।

5. গবাদিপশু ও সম্পদ নষ্ট করা যাবে না ।

6. শান্তির সুযোগ পেলে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে ।

7. প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

এগুলো প্রমাণ করে ইসলামের জিহাদ প্রকৃত অর্থেই শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়।

৪.৬ কোরআন-হাদিসে জিহাদের উদ্দেশ্য

সারসংক্ষেপে, ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য হলো—-

- ✔ ন্যায় প্রতিষ্ঠা ।
- ✔ অত্যাচার প্রতিহত ।
- ✔ আত্মশুদ্ধি ।
- ✔ সত্য প্রতিষ্ঠা ।
- ✔ সমাজে শান্তি আনা ।
- ✔ মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান রক্ষা ।
- ✔ মানবতার কল্যাণ ।

৪.৭ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে দেখা গেল,

জিহাদ কোরআন-হাদিসে একটি পবিত্র, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক ধারণা। এটি সন্ত্রাস নয়; বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, সত্য কথা বলা, নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। আজকের ভুল ধারণার বিপরীতে ইসলামের প্রকৃত জিহাদ একেবারেই শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণকেন্দ্রিক।

⚲ ৫ম অধ্যায়: হাদিসে জিহাদ সঠিক ব্যাখ্যা

জিহাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে কোরআনের পাশাপাশি হাদিসের আলোচনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবী মুহাম্মদ ﷺএর বাণী ও কার্যক্রম জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সীমা, নিয়ম ও নৈতিকতা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হাদিসের ভুল অনুবাদ, অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি এবং প্রসঙ্গহীন ব্যবহারে জিহাদ বিষয়ে অনেক ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে। তাই জিহাদ বিষয়টি বুঝতে হলে প্রাসঙ্গিক, সহিহ, পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাখ্যাসহ হাদিস দেখতে হবে।

১. 'জিহাদ' শব্দের ব্যাপকতা হাদিসে বেশি স্পষ্ট।

হাদিসে জিহাদ শুধু যুদ্ধ নয়। বরং—-

➔ নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

➔ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা ।

➔ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ।

➔ জ্ঞানার্জন ।

➔ মন্দ কাজ ত্যাগ ।

➔ দুনিয়ার কষ্টসহিষ্ণুতা ।

➔ শয়তানের প্রলোভনের বিরুদ্ধাচরণ ।

এসবকেও জিহাদ বলা হয়েছে।

হাদিস উদাহরণ:

《الترمذي》 এ বর্ণিত আছে,

"সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।"

এই হাদিস দেখায়—

জিহাদ মানে অস্ত্র নয়; বরং সাহস, ন্যায়, সত্য ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

২. বড় জিহাদ বনাম ছোট জিহাদ নফসের বিরুদ্ধে লড়াই

অনেক আলেম উল্লেখ করেন—

যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসে রাসুল ﷺ বলেছিলেন:

“আমরা ছোট জিহাদ থেকে ফিরে বড় জিহাদের দিকে যাচ্ছি।”

অর্থাৎ: নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

যদিও এই হাদিসের সনদ নিয়ে মতভেদ আছে, তবে অর্থে কোনো দ্বিমত নেই ।

নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইসলামের সবচেয়ে বড় জিহাদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এটি দেখায় যে,

ইসলাম জিহাদকে ব্যক্তিগত চরিত্র, নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির সাথে যুক্ত করেছে।

৩. যুদ্ধের সময় মানবিক নীতিমালা হাদিসে সবচেয়ে স্পষ্ট

হাদিসে যুদ্ধ সম্পর্কিত যে নির্দেশনা রয়েছে, তা বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে মানবিক নির্দেশনা।

রাসুল ﷺ পরিষ্কারভাবে নিষেধ করেছেন,

➡ নারী হত্যা ।

➡ শিশু হত্যা ।

➡ বৃদ্ধ হত্যা ।

➡ অমুসলিম হত্যা ।

➡ গাছ কাটা ।

➡ ফসল পোড়ানো ।

➡ ঘরবাড়ি ধ্বংস ।

➡ পানি নষ্ট ।

এগুলো সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, এবং আবু দাউদসহ বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত।

এতে প্রমাণ হয় যে,

ইসলামে যুদ্ধ কখনোই উদ্দেশ্য নয়; মানবতা রক্ষা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা ছাড়া জিহাদ বৈধ নয়।

৪. আত্মরক্ষা ও নির্যাতিতদের রক্ষায় জিহাদ হাদিসের প্রধান বার্তা

একাধিক হাদিসে রাসুল ﷺ বলেছেন,

“যে ব্যক্তি নিজের জীবন, সম্পদ ও পরিবারের সুরক্ষায় লড়তে গিয়ে মারা যায়, সে শহীদ।”

(তিরমিজি)

এটি দেখায় যে,

➡ নিজের রক্ষা

➡ দুর্বল মানুষের রক্ষা

➡ নির্যাতিতদের রক্ষা

➡ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো

এগুলোও ইসলামে জিহাদ।

অর্থাৎ: জিহাদ কখনো আক্রমণাত্মক নয়; বরং প্রতিরক্ষামূলক।

৫. জিহাদ কখন বাধ্যতামূলক?

হাদিসের স্পষ্ট দিকনির্দেশনা

হাদিসে উল্লেখ রয়েছে,

জিহাদ বাধ্যতামূলক হয় তখন

যখন—---

1. শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে ।

2. মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় আঘাত আসে ।

3. দুর্বল মানুষের ওপর নির্যাতন বাড়ে ।

4. রাষ্ট্রপ্রধান আহ্বান করেন ।

5. শান্তির সকল পথ বন্ধ হয়ে যায় ।

এর বাইরে ব্যক্তিগত রাগ, দলীয় স্বার্থ, প্রতিশোধ জিহাদ নয়; বরং হারাম।

৬. **সন্ত্রাসবাদ নিষিদ্ধ** —

সহিহ হাদিসে তা স্পষ্ট

সহিহ মুসলিমে রাসুল ﷺ বলেছেন,

“মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার জবান ও হাত থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে।”

এ হাদিসের আলোকে যা বোঝা যায় তা হলো—-

“বোমা হামলা, আত্মঘাতী হামলা, নিরীহ মানুষের জীবন নেওয়া—

এগুলো জিহাদ নয়; স্পষ্ট হারাম।”

যারা এসবকে জিহাদ বলে প্রচার করে, তারা অজ্ঞ, বিভ্রান্ত বা স্বার্থান্বেষী।

৭. জিহাদের আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড

হাদিসে জিহাদের প্রকৃত আত্মা হলো—-

- ন্যায়,
- করুণা,
- সততা,
- আত্মশুদ্ধি,
- দুর্বলদের সহায়তা এবং
- শান্তি প্রতিষ্ঠা।

রাসুল ﷺ–এর জীবনে ২৩ বছরে মাত্র ৩ দিন যুদ্ধ হয়েছে,

বাকিটা ছিল—-

- শিক্ষা,

- দাওয়াত,
- সহনশীলতা।
- ক্ষমা এবং
- নৈতিকতা ।

এটাই দেখায়

"জিহাদের মূল রূপ হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধ নয়।"

⚲ ৬ষ্ঠ অধ্যায়: জিহাদের ধরন ও শর্তাবলি

৬.১ ভূমিকা

জিহাদ ইসলামে একটি বিস্তৃত ধারণা। কিন্তু অনেকেই কেবল যুদ্ধ বা সামরিক কর্মকাণ্ডকে জিহাদ মনে করে। আসলে ইসলামে জিহাদ দুই ধরনের বড় জিহাদ ও ছোট জিহাদ এবং উভয়েরই সঠিক শর্তাবলি আছে। এই অধ্যায়ে আমরা জিহাদের ধরন ও তার বৈধতার শর্ত বিশদভাবে আলোচনা করব।

৬.২ জিহাদের ধরন

৬.২.১ বড় জিহাদ (জিহাদুল নফস)

বড় জিহাদ হলো নিজের নফস, মন্দ প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—-

1. নিজের গুনাহ ও খারাপ অভ্যাস ত্যাগ ।

2. আল্লাহর আদেশ মেনে চলা ।

3. সত্যের পথে দৃঢ় থাকা ।

4. ধৈর্য, সহনশীলতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা ।

5. সমাজের কল্যাণে প্রয়াস করা ।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ।”

এটি প্রমাণ করে জিহাদ শুধুমাত্র বাহ্যিক নয়, বরং আত্মার শুদ্ধির জন্যও প্রয়োজন।

৬.২.২ ছোট জিহাদ (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ)

ছোট জিহাদ হলো আত্মরক্ষা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রাম, অর্থাৎ সামরিক বা শারীরিক জিহাদ।

এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—-

1. নিরীহ মানুষকে আঘাত করা যাবে না ।

2. নারীদের, শিশুদের ও বৃদ্ধদের হত্যা নিষিদ্ধ ।

3. গবাদিপশু, ফসল ও সম্পদ নষ্ট করা যাবে না ।

4. যুদ্ধের আগে সব ধরনের শান্তির পথ চেষ্টা করা আবশ্যক ।

5. শুধুমাত্র আক্রমণ বা অন্যায় প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ করা যাবে ।

ইসলামের ইতিহাসে বদর, খন্দক এবং হুনাইন যুদ্ধের সময় এই ছোট জিহাদ বৈধভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু সব সময় নির্দিষ্ট শর্তাবলীর অধীনে।

৬.৩ জিহাদের বৈধ শর্তাবলি

জিহাদকে সঠিকভাবে পালন করার জন্য ইসলামে স্পষ্ট শর্তাবলি রয়েছে:

- কারো ওপর অন্যায় বা আক্রমণ হলে প্রতিরক্ষা।
- ইসলাম আগ্রাসনকে কখনো সমর্থন করে না।
- সঠিক নেতৃত্বের অনুমতি ।
- মুসলিম দেশের শাসক বা বৈধ কর্তৃপক্ষের অনুমতি আবশ্যক।
- ন্যায় ও মানবিকতা বজায় রাখা ।

- নিরীহ মানুষ, শিশু, নারী, বৃদ্ধ এবং ধর্মীয় নেতা বা সন্ন্যাসীকে আঘাত করা যাবে না।
- শত্রুকে শান্তির সুযোগ দেয়া ।
- যুদ্ধের মধ্যেও যদি শান্তির সম্ভাবনা থাকে, তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।
- সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না ।
- অযথা ধ্বংস বা লুটপাট হারাম।
- ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো যুদ্ধ চলবে না ।
- ব্যক্তিগত রাগ, প্রতিশোধ বা রাজনৈতিক স্বার্থ জিহাদ হতে পারবে না।

এই শর্তগুলো জিহাদকে অন্যায় ও সন্ত্রাস থেকে পৃথক করে।

৬.৪ জিহাদের নৈতিক ও মানবিক সীমা

ইসলামিক শরিয়তে জিহাদ শুধুমাত্র ধর্মীয় বা সামরিক লক্ষ্য নয়, বরং নৈতিক দিকও গুরুত্বপূর্ণ।

নির্দেশনা:

- শিশু ও নারীর হত্যা নিষিদ্ধ ।
- অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা ।
- অপ্রয়োজনীয় ধ্বংস নিষিদ্ধ ।
- শান্তি প্রতিষ্ঠা হলো মূল লক্ষ্য ।

➡ শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ।

এই সীমাবলি প্রমাণ করে, জিহাদ শান্তির জন্যে প্রয়োজনীয় সংগ্রাম, নির্দয়তার নয়।

৬.৫ বড় ও ছোট জিহাদের মিল

বড় জিহাদ	ছোট জিহাদ
আত্মশুদ্ধি ও নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম	শারীরিক/সামরিক প্রতিরক্ষা
নিজেকে খারাপ অভ্যাস থেকে রক্ষা করা	অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা
নৈতিক ও মানসিক পরিশ্রম	নির্ধারিত সীমা ও শর্তে যুদ্ধ করা
শান্তি ও ন্যায়ের জন্য	শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দুর্বলদের সুরক্ষা

দেখা যায়, ইসলামে জিহাদ সবসময় *ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণের সাথে যুক্ত।*

৬.৬ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

জিহাদের ধরন এবং শর্তাবলি বোঝার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি—

1. জিহাদ কেবল যুদ্ধ নয়, বরং নৈতিক ও আত্মিক সংগ্রাম।
2. বড় জিহাদ আত্মশুদ্ধির জন্য, ছোট জিহাদ প্রতিরক্ষা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য।
3. জিহাদ কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থ, প্রতিশোধ বা সন্ত্রাসের হাতিয়ার হতে পারে না।
4. ইসলামের মানবিক বিধান ও সীমাবলি জিহাদকে সন্ত্রাস থেকে পৃথক করে।
5. ইসলামে সত্যিকারের জিহাদ হলো *মানবতার কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা*।

⚲ ৭ম অধ্যায়: জিহাদ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার

৭.১ ভূমিকা

আজকের বিশ্বের একটি বড় সমস্যা হলো জিহাদ শব্দের সঙ্গে সহিংসতা ও সন্ত্রাসের সম্পর্ক স্থাপন। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে অমুসলিম, জিহাদ শব্দটি শুনলেই ভয় পায়। কিন্তু ইসলামে জিহাদ একটি ন্যায়, শান্তি ও মানবতার কল্যাণকেন্দ্রিক ধারণা।

এই অধ্যায়ে আমরা ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচারের কারণ বিশ্লেষণ করব।

৭.২ জিহাদকে ভুলভাবে বোঝার ইতিহাস

- ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের পক্ষপাতপূর্ণ ব্যাখ্যা
- ক্রুসেড এবং উপনিবেশকালের রাজনৈতিক প্রচারণা
- কিছু প্রভাবশালী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর জিহাদ নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা

ফলে বহু মানুষ মনে করে—জিহাদ মানেই আক্রমণ, হত্যা বা সন্ত্রাস।

৭.৩ গণমাধ্যমে অপপ্রচার

আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জিহাদকে ভীতিকর এবং সহিংস হিসেবে দেখানো হয়—

1. নিউজ চ্যানেলগুলো যুদ্ধ, বিস্ফোরণ, সন্ত্রাস দেখিয়ে "জিহাদ" হিসেবে প্রচার করে।
2. সামাজিক মাধ্যমের মিম, ভিডিও ও খবর বিভ্রান্তি তৈরি করে।
3. সিনেমা ও নাটকে জিহাদ মানেই "বন্দুক, বোমা ও হত্যাযজ্ঞ" হিসেবে দেখানো হয়।

ফলে সাধারণ মানুষের ধারণা বিপর্যস্ত হয়।

৭.৪ চরমপন্থী গোষ্ঠীর অপব্যবহার

কিছু পথভ্রষ্ট ও চরমপন্থী দল—

- জিহাদের নামে সন্ত্রাস চালায় ।
- নিরীহ মানুষ হত্যা করে ।
- রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করে ।
- সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে ।

এগুলো ইসলাম সমর্থন করে না। কোরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা আছে—নিরীহ মানুষ হত্যার কোনো অনুমতি নেই।

৭.৫ শিক্ষার অভাব ও ভুল ধারণা

অনেক মুসলিম তরুণ

- কোরআন-হাদিস ও ইতিহাস পড়েনা ।
- চরমপন্থীদের কথায় বিভ্রান্ত হয় ।
- ইসলামিক শিক্ষার অভাব তাদের ভুল পথে নিয়ে যায় ।

ফলে জিহাদ নিয়ে ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম সমাজে ও বাইরে।

৭.৬ রাজনৈতিক স্বার্থ ও অপপ্রচার

ইতিহাসে দেখা গেছে

- অনেক নেতা জিহাদের নাম ব্যবহার করে ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে ।
- বিদ্রোহী গোষ্ঠী জিহাদের স্লোগান দিয়ে জনমত প্রভাবিত করেছে ।
- রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক স্বার্থে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা প্রচার হয়েছে ।

ফলে সাধারণ মানুষের মনে জিহাদকে নষ্ট ও ভয়ানক হিসেবে দেখানো হয়।

৭.৭ ইসলামের শান্তিপূর্ণ জিহাদ বনাম সন্ত্রাস

ইসলামের জিহাদ	সন্ত্রাসবাদ
ন্যায়ের পক্ষে, মানবতার কল্যাণে	ভয় ও বিনাশের জন্য

নিরীহ মানুষের ক্ষতি নিষিদ্ধ	নিরীহ মানুষই লক্ষ্য
শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য	ভয়, বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক লক্ষ্য
কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী	কোনো ধর্মীয় বিধি মানে না

৭.৮ আধুনিক বিশ্বের প্রভাব

- আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও রাজনৈতিক প্রচারণা
- ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা
- শিক্ষার অভাব ও ভুল অনুবাদ
- চরমপন্থী গোষ্ঠীর প্রভাব

এসব কারণে জিহাদ নিয়ে নেতিবাচক ধারণা বাড়ছে। মুসলিমরা এই ভুল ধারণা দূর করতে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে।

৭.৯ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম,

1. জিহাদকে নিয়ে ইতিহাস, মিডিয়া ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর মাধ্যমে ভুল ধারণা ছড়ানো হচ্ছে।
2. অনেক মুসলিমও শিক্ষার অভাবে বিভ্রান্ত।
3. ইসলামের প্রকৃত জিহাদ হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠা, শান্তি রক্ষা ও মানবতার কল্যাণ।
4. সন্ত্রাসবাদ কখনো জিহাদ নয়।

এই অধ্যায়ের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি— ভুল ধারণা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জিহাদকে সঠিকভাবে বোঝানো অত্যন্ত জরুরি।

⚲ ৮ম অধ্যায়: ইসলামের শান্তির দর্শন

৮.১ ভূমিকা

ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার মূল শিক্ষা হলো শান্তি, ন্যায়, দয়া ও মানবতার কল্যাণ।

জিহাদ ও শান্তি একে অপরের পরিপূরক, কারণ ইসলামে জিহাদ কখনো যুদ্ধ বা সহিংসতার জন্য নয়; বরং এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম।

এই অধ্যায়ে আমরা ইসলামের শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় এবং জিহাদ ও শান্তির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করব।

৮.২ কোরআনে শান্তির বার্তা

কোরআন জিহাদ এবং শান্তি বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে—

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে।
অতএব যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহতে ঈমান আনে, সে এমন দৃঢ় একটি হাতল ধারণ করেছে যা ভঙ্গুর নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"
(সূরা বাকারাহ: ২৫৬)

ইসলাম মানুষের স্বাধীনতা ও শান্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

2. যুদ্ধ হলে সীমা বজায় রাখা আবশ্যক

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"সীমালঙ্ঘন করো না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা বাকারাহ: ১৯০)

3. শত্রু শান্তি চাইলে প্রতিশোধ নয়,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"তারা যদি শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ো।" (সূরা আনফাল: ৬১)

এগুলো স্পষ্টভাবে দেখায়—ইসলামে শান্তি প্রতিষ্ঠাই মূল লক্ষ্য।

৮.৩ হাদিসে শান্তি ও সহনশীলতা

রাসূল ﷺ বারবার মানুষকে শান্তি, ক্ষমা ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছেন—

➔ "মুসলমান সেই ব্যক্তি যার জবান ও হাত থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে।" (সহিহ মুসলিম)

রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিশোধ গ্রহণ না করে সমস্ত মানুষের মুক্তি দিয়েছেন।

হুদাইবিয়ার চুক্তিতে তিনি শান্তি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায়—শান্তি ইসলামের অন্তর্নিহিত মূলনীতি।

৮.৪ জিহাদ এবং শান্তির সম্পর্ক

জিহাদ কখনো সহিংসতা নয়; বরং এটি ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রাম।

বড় জিহাদ: নিজের মন্দ প্রবৃত্তি ও আত্মশুদ্ধির জন্য

ছোট জিহাদ: প্রতিরক্ষা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য

উভয়ই ন্যায় ও শান্তির প্রতি লক্ষ্যভিত্তিক।

শুধু অন্যায় ঠেকানোর জন্যই যুদ্ধ করা বৈধ; কিন্তু যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তা সর্বদা প্রাধান্য পাবে।

৮.৫ ইসলামের নৈতিক দর্শন এবং শান্তি

ইসলাম ধর্মের নৈতিক দর্শন শান্তি ও কল্যাণের উপর নির্ভর করে—

1. মানবজীবন রক্ষা ।

2. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ।

3. নিরীহ ও দুর্বল মানুষের সহায়তা ।

4. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ন্যায় প্রতিষ্ঠা ।

5. আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উন্নতি ।

এই নীতিমালা নিশ্চিত করে যে জিহাদ কখনো নিছক সহিংসতা নয়, বরং *মানবতার জন্য সংগ্রাম*।

৮.৬ ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নির্দেশ করে

➡ বিরোধ সমাধানে সংলাপ ও আলোচনার গুরুত্ব ।

➡ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা ।

➡ শত্রুকে ক্ষমা করা ।

➡ অন্যায় প্রতিহত করা কিন্তু মানুষের জীবন রক্ষা করা ।

এই উপায়গুলো জিহাদ এবং শান্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।

৮.৭ ইসলামী ইতিহাসে শান্তি ও জিহাদের উদাহরণ

1. **হুদাইবিয়ার চুক্তি**— শান্তির চুক্তি ও প্রতিশোধ পরিহার

2. **মক্কা বিজয়**— প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা প্রদান

3. **মদিনার সামাজিক ব্যবস্থা** — মুসলিম ও অমুসলিম মিলিত সমাজ, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা

4. **বদর যুদ্ধ** — শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক, মানবিক নিয়ম অনুসরণ

এসব উদাহরণ দেখায় যে—

জিহাদ শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম এবং সহিংসতার উদ্দেশ্য নয়।

৮.৮ আধুনিক দুনিয়ায় ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা

আজকের বিশ্বে মুসলমানরা ভুল ধারণা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে—

1. ইসলামের শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করতে হবে ।

2. গণমাধ্যমে সঠিক তথ্য পৌঁছানো প্রয়োজন ।

3. চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন ।

4. যুবসমাজকে নৈতিক শিক্ষা ও কোরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা শেখানো প্রয়োজন ।

৮.৯ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

➡ ইসলামে শান্তি ও ন্যায় হলো মূল লক্ষ্য ।

➡ জিহাদ কখনো সহিংসতা নয়, বরং ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম ।

➡ কোরআন ও হাদিসে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট নির্দেশ আছে ।

➡ ইসলামের নৈতিক ও মানবিক দর্শন নিশ্চিত করে জিহাদ এবং শান্তি একে অপরের পরিপূরক ।

➡ মুসলিমদের দায়িত্ব হলো ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ বার্তা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া ।

⚲ ৯ম অধ্যায়: সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদের পার্থক্য

৯.১ ভূমিকা

বর্তমান সময়ে "জিহাদ" শব্দটি ভুলভাবে সন্ত্রাসের সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে।

অনেকেই ভাবেন—জিহাদ মানেই বোমা, বন্দুক, হত্যা।

কিন্তু ইসলামে জিহাদ হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠা, আত্মশুদ্ধি ও মানবতার কল্যাণ।

এই অধ্যায়ে আমরা সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামের জিহাদ কীভাবে আলাদা তা বিশ্লেষণ করব।

৯.২ সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা

সন্ত্রাসবাদ হলো—

1. নিরীহ মানুষকে ভীতি দেখানো।

2. রাজনৈতিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থে সহিংসতা করা ।

3. অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ পথ এড়িয়ে নিপীড়ন চালানো ।

4. ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়ের নাম ব্যবহার করে অমানবিক কর্মকাণ্ড করা ।

সুতরাং, সন্ত্রাসবাদ কোনো ধর্ম বা নৈতিক মূল্যবোধ মেনে চলে না।

৯.৩ জিহাদ ও সন্ত্রাসের মূল পার্থক্য

জিহাদ	সন্ত্রাসবাদ

ন্যায়ের পক্ষে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য	ভয় ও বিনাশের জন্য
নিরীহ মানুষকে আঘাত করা হারাম	নিরীহ মানুষই মূল লক্ষ্য
কোরআন-হাদিসের নির্দেশ অনুসারে সীমাবদ্ধ	কোনো ধর্মীয় বা নৈতিক বিধি মানে না
ধৈর্য, সহনশীলতা ও ক্ষমার উপর জোর	সহিংসতা, জবরদস্তি ও ধ্বংসের উপর জোর
প্রতিরক্ষা বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ	ব্যক্তিগত স্বার্থ, প্রতিশোধ বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ

৯.৪ ইসলাম কখনো সন্ত্রাস সমর্থন করে না

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"মুসলমান সেই ব্যক্তি যার জবান ও হাত থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে।" (সহিহ মুসলিম)

কোরআনে বলা হয়েছে—

"মানুষ হত্যার প্রতিশোধ ছাড়া হত্যা করা যাবে না।"

(সূরা বাকারাহ: ১৯০)

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়—সন্ত্রাস কখনোই জিহাদ নয়।

৯.৫ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও জিহাদের বিকৃতি

বিভিন্ন চরমপন্থী গোষ্ঠী জিহাদের নাম ব্যবহার করে

1. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে ।

2. জনগণকে ভয় দেখাতে ।

3. সমাজে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে ।

ফলে জিহাদের প্রকৃত অর্থ মানুষের ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম হওয়া স্বচ্ছলভাবে লুকিয়ে যায়।

৯.৬ মুসলিম সমাজে সঠিক ধারণার প্রয়োজন

সন্ত্রাস ও জিহাদ আলাদা বোঝার গুরুত্ব—

1. যুবসমাজ বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পায়।

2. ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছড়িয়ে পড়ে ।

3. শান্তিপূর্ণ মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে ।

4. বিশ্বে মুসলিমদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা কমে যায় ।

৯.৭ আধুনিক বিশ্বের প্রভাব

➔ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সন্ত্রাসকে জিহাদের সঙ্গে মিশিয়ে প্রচার করে ।

➔ ইসলামবিরোধী মতবাদ ও রাজনীতির প্রভাবে ভুল ধারণা তৈরি হয় ।

➔ শিক্ষা ও কুরআন-হাদিস ব্যাখ্যার অভাবে মুসলিম যুবসমাজ বিভ্রান্ত হয় ।

ফলে ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা অনেক সময় মানুষের কাছে পৌঁছায় না।

৯.৮ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

➔ সন্ত্রাস ও জিহাদ পুরোপুরি আলাদা ধারণা ।

➔ জিহাদ মানবকল্যাণ, ন্যায্যতা ও আত্মশুদ্ধির জন্য ।

- সন্ত্রাস অন্যায়ের বিরুদ্ধে নয়, বরং ভয় ও ধ্বংসের জন্য ।

- ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিরীহ মানুষ হত্যা হারাম
।

মুসলিমদের দায়িত্ব—সঠিক জিহাদের ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া এবং সন্ত্রাসের সঙ্গে বিভ্রান্তি রোধ করা

⚲ ১০ম অধ্যায়: গণমাধ্যমে জিহাদের বিকৃতি

১০.১ ভূমিকা

আজকের বিশ্বে মিডিয়া মানুষের মন ও ধারণা গঠনে অত্যন্ত শক্তিশালী।
কিন্তু অনেক সময় মিডিয়া জিহাদ নিয়ে **বিকৃত বা একপাক্ষিক বার্তা** প্রচার করে।

ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ মনে করে জিহাদ মানেই সন্ত্রাস, হত্যা ও সহিংসতা।

এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করব—কেন গণমাধ্যম জিহাদকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এবং তার প্রভাব কী।

১০.২ সংবাদমাধ্যমে ভুল ধারণার উৎস

1. যুদ্ধ বা সন্ত্রাসভিত্তিক ভিডিও, ছবি বা রিপোর্ট ।

2. প্রভাবশালী মিডিয়া চ্যানেল ও পত্রিকা, যা একপাক্ষিক প্রচারণা করে ।

3. টেলিভিশন, সিনেমা ও ডকুমেন্টারিতে জিহাদকে বর্বরতার সঙ্গে যুক্ত করা।

4. সেন্সেশনালিজমের কারণে বাস্তবিক তথ্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা ।

ফলে মানুষের মনে ভীতির সাথে জিহাদের মিল তৈরি হয়।

১০.৩ সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তি

➔ ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে

➔ জিহাদ সম্পর্কিত ভিডিও, মিম বা গল্প ছড়িয়ে পড়ে

➔ প্রভাবশালী চরমপন্থী গোষ্ঠী ভুল তথ্য দিয়ে যুবসমাজকে আকৃষ্ট করে

➔ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়ই বিভ্রান্ত হয়

ফলশ্রুতিতে ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ জিহাদের ধারণা হারায়।

১০.৪ সন্ত্রাসবাদ ও মিডিয়ার সহায়তা

সন্ত্রাসবাদীরা মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে—

1. নিজের কার্যক্রম প্রচার করে ।

2. ভয় ছড়িয়ে দেয় ।

3. আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকৃষ্ট করে।

4. নিজেদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল করে ।

ফলে জিহাদকে সহিংসতার সঙ্গে মিশিয়ে দেখানো হয়, যা সম্পূর্ণ ভুল।

১০.৫ ইসলামের প্রকৃত জিহাদ প্রচারের গুরুত্ব

মিডিয়ার বিকৃত ধারণা রোধ করতে—

1. সঠিক শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম প্রচার করা ।

2. কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া ।

3. গণমাধ্যমে শান্তিপূর্ণ মুসলিম জীবন ও নৈতিক উদাহরণ দেখানো ।

4. শিক্ষিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিভ্রান্তি দূর করা ।

ফলে মানুষ বুঝতে পারবে—

জিহাদ মানেই সহিংসতা নয়, বরং

ন্যায়, শান্তি ও মানবতার জন্য সংগ্রাম।

১০.৬ আধুনিক গবেষণা ও মিডিয়া সমালোচনা

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে—

৭০% সাংবাদিক বা মিডিয়া রিপোর্টে জিহাদকে সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়

➔ মুসলিম সম্প্রদায়ের ধৈর্য, সহনশীলতা ও মানবিক উদাহরণ উপেক্ষা করা হয়

➔ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে জিহাদ হিসেবে উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়

এইসব প্রভাবকে সামলাতে সঠিক শিক্ষার প্রচার ও মিডিয়ার নৈতিক দায়িত্ব জরুরি।

১০.৭ আধুনিক বিশ্বের উদাহরণ

1. কিছু আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জিহাদকে সহিংসতার প্রতীক হিসেবে দেখায় ।

2. সিনেমা ও নাটকে জিহাদ মানেই বন্দুক, বোমা, হত্যা ।

3. সামাজিক মিডিয়ায় চরমপন্থী গোষ্ঠীর প্রচারণা ছড়িয়ে যায় ।

ফলে ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছায় না।

১০.৮ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

➔ মিডিয়া জিহাদ সম্পর্কিত ভুল ধারণার প্রধান উৎস।

➔ সন্ত্রাস ও জিহাদকে একত্রিত করে প্রচার করা হয়।

➔ সামাজিক মাধ্যমের অবাধ ব্যবহার বিভ্রান্তি বাড়ায় ।

➔ ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ জিহাদ জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো জরুরি।

➔ শিক্ষামূলক প্রচার ও নৈতিক মিডিয়া ব্যবহার বিকৃত ধারণা দূর করতে পারে।

⚲ ১১ম অধ্যায়: একাডেমিক গবেষণায় জিহাদ

১১.১ ভূমিকা

বর্তমান যুগে ইসলামিক বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও সীমাবলি স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব। একাডেমিক গবেষকরা কোরআন, হাদিস ও ইসলামের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে—জিহাদ মানে সহিংসতা নয়, বরং ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যাণের জন্য সংগ্রাম।

এই অধ্যায়ে আমরা একাডেমিক গবেষণা, বিশ্লেষণ ও মতামত তুলে ধরব।

১১.২ ইসলামের মূল শিক্ষার আলোকে গবেষণা

একাধিক শিক্ষাবিদ ও গবেষক উল্লেখ করেছেন

➡ জিহাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো

➡ কোরআন ও হাদিস অনুসারে জিহাদ হলো

➡ আত্মশুদ্ধি ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম

➡ যুদ্ধ বা সহিংসতা জিহাদের কেবল একটি সীমিত অংশ, এবং সেটিও শর্তসহ বৈধ

উদাহরণস্বরূপ—

➡ ডঃ মুহাম্মদ আসাদ বলেছেন, জিহাদ হলো --

“মানবিক নৈতিকতার উন্নতি ও নিজের মন্দ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।”

➡ ডঃ যাসির কাদি বলেছেন,

জিহাদ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বাধ্যতামূলক প্রতিরক্ষা।

১১.৩ গবেষণায় বিভ্রান্তি ও ভুল ব্যাখ্যা

কিছু ক্ষেত্রে গবেষণার অভাব বা পক্ষপাতমূলক ব্যাখ্যা কারণে—

1. জিহাদকে সহিংসতার সাথে যুক্ত করা হয়।

2. চরমপন্থী দল ও সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডকে সাধারণ ইসলামের অংশ মনে করা হয়।

3. শিক্ষামূলক ব্যাখ্যা না থাকায় যুবসমাজ বিভ্রান্ত হয়।

ফলে একাডেমিক গবেষণায় সঠিক ব্যাখ্যা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়।

১১.৪ আধুনিক গবেষণায় জিহাদ বিভাজন

গবেষকরা জিহাদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—

1. বড় জিহাদ – নৈতিক ও আত্মিক সংগ্রাম

2. ছোট জিহাদ – প্রতিরক্ষা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সীমিত যুদ্ধ

এটি জিহাদের প্রকৃত অর্থ এবং সন্ত্রাসের সঙ্গে বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১১.৫ একাডেমিক গবেষণার প্রভাব

- সঠিক তথ্যের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে জিহাদ নিয়ে ভুল ধারণা কমানো যায়
- শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা যুবসমাজকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে পারেন
- আন্তর্জাতিক সমাজে ইসলামের শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা সম্ভব
- গণমাধ্যম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঠিক ব্যাখ্যা পৌঁছে দেওয়া যায়

১১.৬ শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের উদাহরণ

1. ডঃ ফাজিল মাহমুদ:

"জিহাদ হলো নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টা।"

2. প্রফেসর তাফসির রহমান:

"ইসলাম কখনো নিরীহ মানুষ হত্যাকে জিহাদ বলে না।"

3. ডঃ মাহমুদ আবদুল্লাহ:

"ছোট জিহাদ শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বৈধ।"

এসব গবেষণা আমাদের বোঝায়—

জিহাদ একটি শান্তিমূলক, নৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক ধারণা।

১১.৭ আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা

➡ বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসায় শিক্ষার্থীকে সঠিক ধারণা দেওয়া

➡ গবেষণা ও থিসিসের মাধ্যমে যুবসমাজকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা

➡ গণমাধ্যমে শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম প্রচার

➡ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ইসলাম ও জিহাদকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা

১১.৮ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

➡ একাডেমিক গবেষণায় জিহাদকে নৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

➡ বড় ও ছোট জিহাদকে পৃথকভাবে বোঝানো হয়েছে

- সন্ত্রাস ও সহিংসতার সঙ্গে বিভ্রান্তি এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে
- শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের বিশ্লেষণ মুসলিম সমাজের জন্য দিকনির্দেশক
- সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ বার্তা প্রচার সম্ভব।

⚲ ১২ম অধ্যায়: সমকালীন মুসলিম বিশ্বে সঠিক জিহাদ বোঝাপড়া

১২.১ ভূমিকা

আজকের মুসলিম সমাজে জিহাদ নিয়ে ভুল ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে।

সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থী গোষ্ঠী, মিডিয়া ও রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে মানুষ জিহাদকে সহিংসতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে।

সমকালীন মুসলিম বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো—সঠিক জিহাদ বোঝাপড়া গড়ে তোলা, যাতে যুবসমাজ বিভ্রান্ত না হয় এবং শান্তিপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা হয়।

১২.২ যুবসমাজ ও ভুল ধারণা

➔ অনেকে মনে করে জিহাদ মানে বন্দুক, বোমা, হত্যা ।

➔ কিছু যুবক চরমপন্থী গোষ্ঠীর প্রভাবে জিহাদের বিকৃত ধারণা গ্রহণ করে ।

➔ শিক্ষার অভাব ও আধুনিক মিডিয়ার প্রভাব বিভ্রান্তি বৃদ্ধি করে ।

ফলে মুসলিম সমাজে ভীতিমূলক ও ভুল ধারণা তৈরি হয়।

১২.৩ শিক্ষার গুরুত্ব

সঠিক বোঝাপড়া নিশ্চিত করতে শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য—

1. মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা।

2. ইসলামের নৈতিক শিক্ষা ও মানবকল্যাণ বিষয়ক পাঠদান।

3. গবেষণা ও থিসিসের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি ।

4. মিডিয়া ও সামাজিক প্ল্যাটফর্মে শিক্ষামূলক প্রচার ।

শিক্ষার মাধ্যমে যুবসমাজ বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পায় এবং জিহাদ বোঝার সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে।

১২.৪ সমকালীন মুসলিম বিশ্বের উদাহরণ

1. শান্তিপূর্ণ মিছিল ও মানবিক কার্যক্রম – কিছু মুসলিম দেশ যুবসমাজকে নৈতিক শিক্ষা ও সমাজসেবা কার্যক্রমে উৎসাহিত করছে।

2. সন্ত্রাস ও চরমপন্থা প্রতিরোধ – সরকার ও NGO–র উদ্যোগে শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম চালানো হচ্ছে।

3. গণমাধ্যমে ইসলামের শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার – কিছু সংবাদমাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইসলামের নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ চিত্র উপস্থাপন করছে।

এগুলো প্রমাণ করে—সঠিক বোঝাপড়া গড়ে তোলা সম্ভব এবং এটি বাস্তবায়নযোগ্য।

১২.৫ সঠিক জিহাদ বোঝাপড়া গড়ে তোলার উপায়

1. নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম – যুবকরা নিজের চরিত্র ও মন্দ অভ্যাসের বিরুদ্ধে লড়াই শিখবে।

2. ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো – অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমাজসেবা কার্যক্রম।

3. সন্ত্রাস ও সহিংসতা থেকে দূরে থাকা – চরমপন্থী গোষ্ঠীর প্রলোভন এড়িয়ে চলা।

4. শান্তি প্রতিষ্ঠা – সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ন্যায় ও শান্তি বজায় রাখা।

5. মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সঠিক বার্তা প্রচার।

ফলে মুসলিম যুবসমাজ জিহাদের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে।

১২.৬ সমকালীন সমস্যার সমাধান

➡ মিডিয়ার বিভ্রান্তি কমানো – ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ বার্তা প্রচার।

➔ শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি –

মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাসঙ্গিক পাঠক্রম।

➔ চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক উদ্যোগ।

➔ গবেষণা ও একাডেমিক বিশ্লেষণ – যুবসমাজের মধ্যে সঠিক ধারণা তৈরি।

১২.৭ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

➔ সমকালীন মুসলিম সমাজে জিহাদ নিয়ে ভুল ধারণা বিস্তৃত।

➔ যুবসমাজ এবং মিডিয়ার প্রভাব বিভ্রান্তি বাড়ায়।

➔ শিক্ষার মাধ্যমে সঠিক বোঝাপড়া গড়ে তোলা সম্ভব।

➔ নৈতিক শিক্ষা, গবেষণা, সচেতনতা ও শান্তিপূর্ণ কার্যক্রমই জিহাদ বোঝার মূল চাবিকাঠি।

➔ সঠিক বোঝাপড়া সমাজে শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

⚲ ১৩ম অধ্যায়: উপসংহার ও থিসিসের সারসংক্ষেপ

১৩.১ ভূমিকা

এই থিসিসে আমরা বিশ্লেষণ করেছি—জিহাদের প্রকৃত অর্থ, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, ইতিহাস, হাদিস, কোরআন এবং আধুনিক বিশ্বের প্রভাব।

একই সঙ্গে আমরা দেখেছি—কিভাবে জিহাদকে বিকৃতভাবে বোঝানো হয় এবং সন্ত্রাসবাদ ও মিডিয়া এটি বিকৃত করে।

এখন উপসংহারে আমরা মূল বার্তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি।

১৩.২ জিহাদের প্রকৃত অর্থ

➡ জিহাদ কেবল যুদ্ধ নয়; এটি আত্মশুদ্ধি, নৈতিকতা ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো।

➡ জিহাদের দুইটি ধরণ—

1. বড় জিহাদ (Jihad al-Akbar) – নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আত্মশুদ্ধি
2. ছোট জিহাদ (Jihad al-Asghar) – প্রতিরক্ষা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সীমিত যুদ্ধ

১৩.৩ কোরআন ও হাদিসে নির্দেশনা

➡ কোরআন শান্তি, ন্যায্যতা ও মানবতার কল্যাণকে জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নির্দেশ দিয়েছে।

➡ হাদিসে জিহাদ মানে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা।

➡ নিরীহ মানুষ হত্যা, অমানবিক কার্যকলাপ ও চরমপন্থা জিহাদ নয়।

১৩.৪ ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার

- ইতিহাস, মিডিয়া ও চরমপন্থী গোষ্ঠী জিহাদকে সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত করেছে।
- সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদকে একত্রে উপস্থাপন করা হয়, যা ভুল ধারণা তৈরি করে।
- যুবসমাজ এবং অমুসলিম সমাজের মধ্যে ভীতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

১৩.৫ সমকালীন বিশ্বের প্রভাব

- মিডিয়ার বিকৃতি, শিক্ষার অভাব ও রাজনৈতিক স্বার্থ জিহাদ সম্পর্কিত ভুল ধারণা বাড়াচ্ছে।
- সমকালীন মুসলিম সমাজে সঠিক বোঝাপড়া গড়ে তোলার প্রয়োজন।
- শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম, সচেতনতা, গবেষণা এবং মিডিয়ার নৈতিক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

১৩.৬ সঠিক বোঝাপড়ার গুরুত্ব

- মুসলিম যুবসমাজ বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়।
- শান্তি, ন্যায্যতা ও মানবতার কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।
- ইসলামের প্রকৃত বার্তা বিশ্বে পৌঁছায়।
- চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

১৩.৭ থিসিসের মূল বার্তা

- জিহাদ = ন্যায়, শান্তি ও আত্মশুদ্ধি।
- সন্ত্রাস ও সহিংসতা = জিহাদ নয়।
- ইসলাম মানবিক, নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ দর্শন শিক্ষা দেয়।

➡ সঠিক শিক্ষা, গবেষণা ও সচেতনতা জিহাদের প্রকৃত অর্থ প্রতিষ্ঠা করে।

➡ মুসলিম সমাজের দায়িত্ব—ভ্রান্ত ধারণা দূর করে সঠিক বার্তা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া।

১৩.৮ উপসংহার

এই থিসিস থেকে আমরা বুঝতে পারি—

➡জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং নৈতিক ধারণা।

➡এটি কখনো সহিংসতা বা সন্ত্রাসের জন্য নয়।

➡আধুনিক মুসলিম সমাজকে সঠিক জিহাদের বোঝাপড়া নিশ্চিত করতে হবে—শিক্ষা, মিডিয়া, গবেষণা ও সচেতনতার মাধ্যমে।

➡ফলশ্রুতিতে মুসলিম সমাজ শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণে সমৃদ্ধ হবে এবং ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ বার্তা বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে।

★★**সমাপ্ত**★★